

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সরকারি কর্মসম্পাদন পরিবীক্ষণ পদ্ধতি (GPMS)
বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা (২০২৬-২৭)
(খসড়া)



উপজেলা কৃষি অফিসারের কার্যালয়
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
শরীয়তপুর সদর, শরীয়তপুর

ভূমিকা

সরকারের সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন, প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সরকারি অফিসসমূহে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০২৫-২৬ অর্থবছর হতে 'সরকারি কর্মসম্পাদন পরিবীক্ষণ পদ্ধতি (Governance Performance Monitoring System-GPMS)' প্রবর্তন করা হয়েছে। ২০২৬-২৭ অর্থবছর হতে মন্ত্রণালয় ও বিভাগের পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ের উপজেলা অফিসসমূহকেও এই কাঠামোর আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় উপজেলা কৃষি অফিসারের কার্যালয়, শরীয়তপুর সদর কর্তৃক এই ৩ (তিন) বছর মেয়াদি আবর্তক খসড়া পরিকল্পনা এবং ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

উপজেলা অফিসের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

১. সাম্প্রতিক ৩ বছরের প্রধান অর্জনসমূহ:

হাসমান চাষযোগ্য জমি থেকে ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে শরীয়তপুর সদর উপজেলায় বিগত তিন বছরে চাল, গম, ভুট্টা, পেঁয়াজ, রসুন এবং শাকসবজির ফলন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। আধুনিক ও ঘাত-সহিষ্ণু জাত সম্প্রসারণ, সুষম সার ব্যবহার, আলোর ফাঁদ ও পাচিং প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি এবং খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে টেকসই উৎপাদনশীলতা অর্জনে এই কার্যালয় সফল হয়েছে। কৃষকদের আধুনিক প্রশিক্ষণ ও মাঠ দিবসের মাধ্যমে দক্ষতা বহুগুণে বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।

২. প্রধান সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

প্রতি বছর আবাদি জমির পরিমাণ হ্রাস পাওয়া এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট বন্যা ও অতিবৃষ্টির ঝুঁকি মোকাবিলা।

সেচকার্যে ভূ-গর্ভস্থ পানির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে ভূ-উপরিস্থ পানির দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

কৃষক পর্যায়ে দ্রুত আধুনিক ই-কৃষি বা ডিজিটাল কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সুষম সারের ব্যবহার সম্প্রসারণ।

৩. ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

পরিবেশবান্ধব ও টেকসই কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, জৈব সারের উৎপাদন বৃদ্ধি, চাষী পর্যায়ে উন্নত ও মানসম্পন্ন বীজ সংরক্ষণ, রপ্তানিযোগ্য নিরাপদ ফল ও সবজি চাষের এলাকা সম্প্রসারণ, বসতবাড়ির আঙিনায় পুষ্টি বাগান স্থাপন এবং খামার যান্ত্রিকীকরণ ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে ফসলের নিবিড়তা ও কৃষকের আয় দ্বিগুণ করা।

সেকশন ১: রূপকল্প, অভিলক্ষ্য এবং ৩ (তিন) বছর মেয়াদি পরিকল্পনা

১.১ রূপকল্প (Vision): ফসলের টেকসই উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission): শরীয়তপুর সদর উপজেলার সকল শ্রেণীর কৃষকদের টেকসই ও লাভজনক ফসল উৎপাদন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে দক্ষ, ফলপ্রসূ, এলাকানির্ভর, চাহিদাভিত্তিক এবং সমন্বিত কৃষি সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।

১.৩ ৩ (তিন) বছর মেয়াদি পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা (শরীয়তপুর সদর)

কৌশলগত ক্ষেত্রভিত্তিক প্রধান কার্যক্রম (২০২৬-২৭ থেকে ২০২৮-২৯)

কৌশলগত ক্ষেত্র	প্রধান কার্যক্রম	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮	২০২৮-২৯
১. ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ	বরাদ্দ অনুসারে আধুনিক জাতের প্রদর্শনী ও ফলোআপ স্থাপন	১০০%	১০০%	১০০%
	মাঠ দিবস, কৃষক সমাবেশ ও উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ আয়োজন	১০০%	১০০%	১০০%
	ব্যাচভিত্তিক আধুনিক ও ডিজিটাল কৃষক প্রশিক্ষণ এবং উপকরণ সরবরাহ	১০০%	১০০%	১০০%
	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (GRS) ও তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণ	১০০%	১০০%	১০০%
৩. কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা ও মান নিয়ন্ত্রণ	সার ও বালাইনাশক ডিলারদের লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন ও মনিটরিং	১০০%	১০০%	১০০%
	উদ্যোক্তা পর্যায়ে জৈবসার উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি	মে.টন	১০০ মে.টন	১২০ মে.টন

সেকশন-২: ২০২৬-২৭ অর্থবছরের কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা (লক্ষ্যমাত্রা ও সূচক)

কার্যক্রম	ফলাফল নির্দেশক সূচক	একক	সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২৬-২৭
১. আধুনিক জাতের প্রদর্শনী স্থাপন	স্থাপিত প্রদর্শনী	%	৪	১০০
২. প্রদর্শনী ফলোআপ কার্যক্রম	স্থাপিত ফলোআপ	%	৪	১০০
৩. কৃষক প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি	প্রশিক্ষিত কৃষক (ব্যাচভিত্তিক)	%	৪	১০০
৪. মাঠ দিবস ও সমাবেশ	আয়োজিত মাঠ দিবস	%	৪	১০০
৫. উপকরণ সহায়তা (প্রণোদনা)	সহায়তা প্রাপ্ত প্রান্তিক কৃষক	%	৪	১০০
৬. মোবাইল ও অনলাইনে সেবা প্রদান	কৃষককে ই-কৃষি পরামর্শ প্রদান	%	৩	১০০
৭. সারের মান ও বাজার মনিটরিং	নিবন্ধন/নবায়ন ও ভেজাল প্রতিরোধ তদারকি	%	৩	১০০
৮. জৈবসার উৎপাদন প্রসার	উদ্যোক্তাগণের জৈবসার উৎপাদন	মে.টন	৩	৮০

সেকশন ২

(২০২৬-২৭ অর্থবছরের কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা)

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	পরিকল্পনার ক্র.নং	ফলাফল নির্দেশক কার্যক্রম	পরিমাপকের একক	নির্দেশকের মান	প্রকৃত অর্জন (২০২৫-২৬)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৬-২৭)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
[১] সেবা প্রদান [মান-৩৫]	১.	[১] স্থাপিত প্রদর্শনী	%	৭	১০০	১০০
	২.	[২] স্থাপিত ফলোআপ	%	৫	১০০	১০০
	৩.	[৩] আয়োজিত মাঠ দিবস/কৃষক সমাবেশ	%	৭	১০০	১০০
	৪.	[৫] প্রণোদনার আওতায় সহায়তা প্রাপ্ত কৃষক	%	৭	১০০	১০০
	৫.	[৬] প্রশিক্ষিত কৃষক	%	৭	১০০	১০০
	৬.	[১] প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা	%	৪	১০০	১০০
	৭.	[৫] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন	%	৪	১০০	১০০
	৮.	[৫] তথ্য অধিকার বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা	%	৩	১০০	১০০
	৯.	[৩] ওয়েব পোর্টাল হালনাগাদ	%	৫	১০০	১০০
	১০.	[৬] ফসলের নতুন জাত ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত অন্যান্য প্রযুক্তি সম্প্রসারণ	%	৭	১০০	১০০
	১১.	[৯] কৃষককে মোবাইল/অনলাইনে কৃষি পরামর্শ প্রদান	%	৪	১০০	১০০
[৩] প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও দক্ষতা [মান-১৫]	১২.	[৪] কর্মকর্তাদের পরিদর্শিত মাঠ পর্যায়ের কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রম	সংখ্যা	৫	৮	১০
	১৩.	[১] নিষ্পত্তিকৃত সার ও বালাইনাশকের পাইকারি ও খুচরা ডিলারের লাইসেন্স/নিবন্ধন/নবায়ন আবেদন	%	৩	১০০	১০০
	১৪.	[২] পরিদর্শনকৃত সার ও বালাইনাশকের পাইকারি ও খুচরা ডিলার বিক্রেতা	সংখ্যা	৫	১২	১২
	১৫.	[৭] সারের নমুনা, ভেজাল সার উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরনে ব্যবস্থাপনা	%	৪	১০০	১০০

	১৬.	[৭] শূণ্য পদ সংক্রান্ত উর্ধ্বতনকে অবহিতকরণ	সংখ্যা	৪	১২	১২
[৪] উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট ও অন্যান্য কার্যক্রম [মান-১৫]	১৭.	[১] উদ্যোক্তাগণের জৈবসার উৎপাদন	মে.টন	৫	৫০	৮০
	১৮.	[৪] জৈবসার দ্বারা আবাদকৃত জমির পরিমাণ	হেক্টর	৫	১১০	১৫০
	১৯.	[৫] বৃক্ষ রোপন কার্যক্রম পরিচালনা	%	৪	১০০	১০০

সেকশন ৩: বাস্তবায়ন কৌশল ও উপসংহার

শরীয়তপুর সদর উপজেলার জন্য প্রণীত এই GPMS কর্মপরিকল্পনা সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য উপপরিচালকের কার্যালয়, ডিএই শরীয়তপুর-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে নিয়মিত দ্বি-মাসিক ও ত্রৈমাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে। আধুনিক ও জলবায়ু সহিষ্ণু প্রযুক্তির দ্রুত মাঠ পর্যায়ে রূপান্তর, সুষম ও জৈব সারের দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ এবং ই-কৃষি সেবার মাধ্যমে প্রান্তিক কৃষকদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করাই এই খসড়া পরিকল্পনার মূল ভিত্তি। সকল কর্মকর্তা ও উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের সমন্বিত প্রচেষ্টায় শরীয়তপুর সদর উপজেলার কৃষি ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও উৎপাদনশীলতা অর্জন সম্ভব হবে।